বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন ঃ ২০১৪-২০১৫

স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

[স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন ৮টি জেলা পরিষদ, ২৩টি পৌরসভা ও ৫টি উপজেলা পরিষদ এর ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত]

স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ - ১৩২ এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন ঃ ২০১৪-২০১৫

প্রথম খণ্ড

স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

অর্থ বছর ঃ ২০১৩-২০১৪

স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ - ১৩২ এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচিপত্র

ক্রঃ নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
০১॥	মুখবন্ধ	
০২॥	প্রথম অধ্যায়	১
০৩॥	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	২
০৪॥	অডিট বিষয়ক তথ্য	৩
০৫॥	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৩
০৬॥	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৩
০৭॥	অডিটের সুপারিশ	৩
০৮॥	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৪-১৮
০৯॥	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	১৮
১০॥	অনুচ্ছেদ ভিত্তিক পরিশিষ্ট	দ্বিতীয় খণ্ড

মুখবন্ধ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। তাছাড়া, দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫ অনুযায়ী সকল Statutory Public Authority ও Local Authority এর হিসাবও নিরীক্ষা করার জন্য বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ৮টি জেলা পরিষদ, ২৩টি পৌরসভা ও ৫টি উপজেলা পরিষদের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের আর্থিক কার্যক্রমের ওপর স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষাপূর্বক এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

৩। নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে/ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

৪। এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ৯টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ অফিস প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের মূখ্য হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে এবং প্রাপ্তি সাপেক্ষে তাঁদের লিখিত জবাব বিবেচনাপূর্বক এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৫। এ নিরীক্ষা সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়নে বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক জারিকৃত Government Auditing Standards অনুসরণ করা হয়েছে।

৬। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ ঃ ১৭/০৫/১৪২৭ বঙ্গাব্দ
০১/০৯/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুঃ নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকার পরিমাণ	পৃষ্ঠা নং
১.	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে কর্তনকৃত/আদায়কৃত ভ্যাট যথাসময়ে সরকারি কোষাগারে জমা না করায় দণ্ডসুদসহ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	২,৮৫,৭৯,০৯১/-	৫-৬
২.	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ভ্যাট কর্তন/আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	১,৮২,১৪,৭২৭/-	৭-৮
৩.	অস্থায়ী হাট-বাজার ইজারালব্ধ অর্থের ২০% অর্থ "ভূমি রাজস্ব" খাতে জমা না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	১৫,০৩,০৩৭/-	৯-১০
৪.	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে নির্ধারিত হারে আয়কর বাবদ কর্তনকৃত/আদায়কৃত অর্থ যথাসময়ে সরকারি কোষাগারে জমা না করায় দণ্ডসুদসহ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৮৩,৩৬,৩৪৩/-	১১-১২
৫.	বিভিন্ন ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে নির্ধারিত হারে আয়কর আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৪৪,৭৭,৬১৬/-	১৩-১৪
৬.	ইজারাদার এবং ভাড়াটিয়ার নিকট হতে ভাড়া অনাদায় থাকায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।	২০,১৩,৪২০/-	১৫
৭.	হাট-বাজার ইজারালব্ধ অর্থের ৪% হিসাবে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ তহবিলে জমা করা হয়নি।	৩০,৩৩,৭২৬/-	১৬
৮.	পরিশোধিত বিল হতে নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে ভ্যাট কর্তন করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৮,২৩,৪৭০/-	১৭
৯.	চেক জালিয়াতি/ভুয়া চালানের মাধ্যমে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ।	৪৪,৩২,২১১/-	১৮
	সর্বমোট	**৭,১৪,১৩,৬৪১/-**	

(কথায় ঃ সাত কোটি চৌদ্দ লক্ষ তেরো হাজার ছয়শত একচল্লিশ টাকা)।

অডিট বিষয়ক তথ্য ঃ

নিরীক্ষা অর্থ বৎসর ঃ ২০১৪-২০১৫

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ৮টি জেলা পরিষদ, ২৩টি পৌরসভা ও ৫ টি উপজেলা পরিষদ।

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ নিয়মানুগ নিরীক্ষা।

নিরীক্ষার সময় ঃ ২০১৩–২০১৪।

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ নিরীক্ষাযোগ্য রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা, তথ্যাদি বিশ্লেষণ, বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে আলোচনা।

অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধান ঃ মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- স্থানীয় সরকার বিভাগের আদেশ পরিপালন না করা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা।
- মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ৬(৪গ) ধারা পরিপালন না করা।
- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫৭ ধারা অনুসরণ না করা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ ঃ

- বিধি মোতাবেক হিসাব সংরক্ষণ না করা।
- ভ্যাট ও আয়কর বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরকারি খাতে জমার বিষয়টি প্রতিফলন না করা।
- সরকারি বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ না করা।
- সরকারি অর্থ আদায় ও জমাদানের বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় শৈথিল্য।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের জন্য ভ্যাট, আয়কর, ইজারা সংক্রান্ত বিধি-বিধান পরিপালন আবশ্যক।
- সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হার অনুযায়ী রাজস্ব আদায় করা আবশ্যক।
- অনাদায়ী রাজস্ব আদায় করে বিধি মোতাবেক সরকারি কোষাগারে জমা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা আবশ্যক।
- সরকারি বিধি-বিধান, আদেশ নির্দেশ যথাযথভাবে পরিপালন এবং তদানুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যাপারে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ নং-০১

শিরোনাম ঃ **বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে কর্তনকৃত/আদায়কৃত ভ্যাট যথাসময়ে সরকারি কোষাগারে জমা না করায় দণ্ডসুদসহ সরকারের ২,৮৫,৭৯,০৯১/- (দুই কোটি পঁচাশি লক্ষ ঊনআশি হাজার একানব্বই) টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জেলা পরিষদ ও পৌরসভা এর ২০১৩-২০১৪ অর্থ বৎসরের হিসাব নিরীক্ষাকালে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্যাশ বহি, সংশ্লিষ্ট নথি, বিল-ভাউচার ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, পরিশিষ্টে উল্লেখিত আদায়ের উপর নির্ধারিত হারে কর্তনকৃত/আদায়কৃত ভ্যাট যথাসময়ে সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ৩ টি জেলা পরিষদ ও ১০ টি পৌরসভার ১,২৯,৯০,৪৯৬/- টাকা ও দণ্ডসুদ ১,৫৫,৮৮,৫৯৫/- সহ সর্বমোট ২,৮৫,৭৯,০৯১/- টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "০১"(পৃষ্ঠা ১-১৮ দ্রষ্টব্য)] ।

অনিয়মের কারণ ঃ আলোচ্য ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত আইন ও আদেশের ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয় ঃ

- স্থানীয় সরকার বিভাগের স্মারক নং-৪৬.০৪১.০৩০.০২.০০.০০২.২০১১.৮৭০ তারিখ ঃ ২১/০৯/২০১১ খ্রিঃ এর উপ-অনুচ্ছেদ- ৪.৮ অনুযায়ী হাট বাজারের খাস আদায়কৃত অর্থ হতে (খাস আদায় খরচ বাদে) ১৫% হারে ভ্যাট সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে।
- স্থানীয় সরকার বিভাগের ০৭/০২/২০০৮ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-প্রজেই-২/হ-৫/২০০৮/ ১১৬/১(৫৫০০) এর অনুচ্ছেদ ৩(ঝ) মোতাবেক হাটবাজার ইজারা প্রদানকালে স্থিরকৃত মূল্যের উপর ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে অতিরিক্ত ১৫% অর্থ মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) আদায়পূর্বক ট্রেজারী চালানে ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জমা প্রদান করতে হবে।
- স্থানীয় সরকার বিভাগের স্মারক নং-প্রজেই-২/ফ-১/২০০৩/২৬২(৫২৭২) তারিখ ঃ ১৯/০৪/২০০৩ খ্রিঃ এর ২(ছ)(২) নির্দেশ অনুযায়ী খেয়াঘাট/ফেরীঘাটের ইজারা মূল্যের উপর ১৫% ভ্যাট কর্তন করে ০৭(সাত) কর্মদিবসের মধ্যে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নথি নং-১৪(৭) মূসক-বাস্তবায়ন সেবা ও আবঃ/২০০৭/১৩৬(১-৫৮) তারিখ ঃ ০২/০৯/২০০৯ খ্রিঃ অনুচ্ছেদ ৩ এর বিধান অনুযায়ী ইজারামূল্য/লিজমানি/সেলামী/খেয়াঘাট ও দীঘি ইজারা মূল্যের উপর ১৫% হারে মূল্য সংযোজন কর আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের নির্দেশ রয়েছে।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৭/মূসক/২০১১ তারিখ ঃ ১৮/০৮/২০১১ খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ ৩(ক) মোতাবেক নির্মাণ সংস্থার ক্ষেত্রে (সেবার কোড এস ০০৪.০০) ৫.৫% হারে মূসক কর্তনের নির্দেশ রয়েছে।
- মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ৬(৪গ) ধারা মোতাবেক উৎসে মূল্য সংযোজন কর আদায়/কর্তন এবং জমা প্রদানের বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও যদি উক্ত উপ-ধারার অধীন সেবামূল্য বা কমিশন, পরিশোধকারী ব্যক্তি মূল্য সংযোজন কর আদায়, কর্তন ও জমা প্রদানে ব্যর্থ হন, তাহলে উক্ত মূল্য সংযোজন কর, সেবামূল্য বা কমিশন পরিশোধযোগ্য ব্যক্তির ব্যক্তিগত টাকা/তহবিল হতে মাসিক ২% (দুই শতাংশ) হারে দণ্ডসুদসহ আদায়যোগ্য। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি।

ফলাফল ঃ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে কর্তনকৃত/আদায়কৃত ভ্যাট যথাসময়ে সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ ২৯/০৮/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত অডিটি প্রতিষ্ঠানসমূহের সর্বশেষ জবাব পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জেলা পরিষদ পাবনা, জেলা পরিষদ চট্টগ্রাম, জেলা পরিষদ রংপুর, ভৈরব পৌরসভা, ঠাকুরগাঁও পৌরসভা, শ্রীবরদী পৌরসভা, কুমারখালি পৌরসভা, ত্রিশাল পৌরসভা, মাদারীপুর

পৌরসভা, পটিয়া পৌরসভা, গাইবান্ধা পৌরসভা, ময়মনসিংহ পৌরসভা এবং চাঁদপুর পৌরসভা হতে অদ্যাবধি কোন ব্রডশীট জবাব পাওয়া যায়নি। আপত্তিকৃত ভ্যাট শীঘ্রই সংশ্লিষ্ট খাতে জমা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে অডিট অফিসকে অবহিত করা হবে বলে তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয়েছিল।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। বিধি মোতাবেক আপত্তিকৃত অর্থ যথাসময়ে যথাযথ খাতে জমাকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল। আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০১/১২/২০১৪ খ্রিঃ হতে ২৩/৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৪/১২/২০১৪ খ্রিঃ এবং ১৯/১০/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৭/০৬/২০১৫ খ্রিঃ এবং ০৮/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়।

আদায়কৃত ভ্যাট বাবদ ১,২৭,৮২,২৩৮/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় তা যেদিন জমা করা হবে সেদিন পর্যন্ত সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে মাসিক ২% হারে দণ্ডসুদ আদায় করে অনাদায়ী ভ্যাট আদায়সহ সরকারি কোষাগারে জমাযোগ্য। আদায়কৃত ভ্যাট জুন/২০১৯ এর মধ্যে জমা না করা হলে যেদিন জমা হবে সেদিন পর্যন্ত দণ্ডসুদ হিসাব করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, অনুরুপ অনুচ্ছেদ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ওপর প্রণীত সিএজি'র বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০০২-২০০৩ এ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে এবং নবম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৫০তম বৈঠকে আলোচিত হয়েছে। সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত ঃ "(১) সংশ্লিষ্ট আপত্তির সমূদয় অর্থ আদায় করে অনধিক ৬০ দিনের মধ্যে প্রমাণক দাখিলপূর্বক মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের মাধ্যমে সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিকে অবহিত করবে। (২) যেসব প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ আদায় করা হয়েছে আদায়ের প্রমাণক হিসেবে সিটিআর আগামী সাত দিনের মধ্যে মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ করতে হবে। (৩) আপত্তিকৃত অর্থ জমাদানের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট থেকে ব্যাখ্যা তলব এবং দায়-দায়িত্ব নিরুপন করে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৪) এখন থেকে যাতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর না ঘটে সে লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের তরফ থেকে সকল জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও উপজেলা পরিষদের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বরাবরে কঠোরভাবে নির্দেশনা পাঠাতে হবে"।

আরো উল্লেখ্য যে, অনুরুপ অনুচ্ছেদ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ওপর প্রণীত সিএজি'র বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০১৩-২০১৪ এ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।
ভ্যাট বাবদ আদায়কৃত অর্থ যথাসময়ে সরকারি কোষাগারে জমা দিলে ঐ বছরের জন্য সরকারের আদায়কৃত/আদায়যোগ্য/আপত্তিকৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ কম ঋণ গ্রহণ করতে হতো এবং সুদও দেয়ার প্রয়োজন হতো না। কেননা এ যাবৎকাল পর্যন্ত সরকার ঘাটতি বাজেট করে আসছে এবং এ ঘাটতি পূরণের জন্য দেশীয় ব্যাংক/বন্ড হতে ১০% বা ততোধিক হারে সুদে ঋণ গ্রহণ করতে হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ দণ্ডসুদসহ আপত্তিকৃত ২,৮৫,৭৯,০৯১/- টাকা আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ জবাব নিরীক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০২

শিরোনাম ঃ **বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ভ্যাট কর্তন/আদায় না করায় সরকারের ১,৮২,১৪,৭২৭/- (এক কোটি বিরাশি লক্ষ চৌদ্দ হাজার সাতশত সাতাশ) টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও উপজেলা পরিষদ এর ২০১৩-২০১৪ অর্থ বৎসরের হিসাব নিরীক্ষাকালে ক্যাশ বহি, সংশ্লিষ্ট নথি, বিল-ভাউচার ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, পরিশিষ্টে উল্লেখিত আদায়ের উপর নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন/আদায় না করায় ০৫টি জেলা পরিষদ, ১৭টি পৌরসভা ও ০১টি উপজেলা পরিষদের সর্বমোট ১,৮২,১৪,৭২৭/- টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "০২" (পৃষ্ঠা ১৯-৫৮ দ্রষ্টব্য)]।

অনিয়মের কারণ ঃ আলোচ্য ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত আইন ও আদেশের ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয় ঃ

- স্থানীয় সরকার বিভাগের ২১/০৯/২০১১ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-৪৬.০৪১.০৩০.০২.০০. ০০২.২০১১.৮৭০ হাট বাজার নীতিমালা এর অনুচ্ছেদ ৩.৪ ও ১৪.২ মোতাবেক ইজারাদারের নিকট হতে ১৫% হারে ভ্যাট আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করার বিধান রয়েছে।

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৭/মূসক/২০১১ তারিখ ঃ ১৮/০৮/২০১১ খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ ৩(ক) মোতাবেক নির্মাণ সংস্থার ক্ষেত্রে (সেবার কোড এস ০০৪.০০) ৫.৫% হারে মূসক কর্তনের নির্দেশ রয়েছে।

- মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ৬(৪গ) ধারা মোতাবেক উৎসে মূল্য সংযোজন কর আদায়/কর্তন এবং জমা প্রদানের বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও যদি উক্ত উপ-ধারার অধীন সেবামূল্য বা কমিশন, পরিশোধকারী ব্যক্তি মূল্য সংযোজন কর আদায়, কর্তন ও জমা প্রদানে ব্যর্থ হন, তাহলে উক্ত মূল্য সংযোজন কর, সেবামূল্য বা কমিশন পরিশোধযোগ্য ব্যক্তির ব্যক্তিগত টাকা/তহবিল হতে মাসিক ২% (দুই শতাংশ) হারে দণ্ডসুদসহ আদায়যোগ্য। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি।

ফলাফল ঃ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ভ্যাট কর্তন/আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ ২৯/০৮/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত অডিটি প্রতিষ্ঠানসমূহের সর্বশেষ জবাব পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অডিটি প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্ন লিখিত জবাব প্রদান করেছে ঃ

জেলা পরিষদ, ঢাকা ঃ আপত্তিকৃত টাকা সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে আদায় করা হবে।

জেলা পরিষদ, নীলফামারী ঃ নিলামকৃত টাকা না পাওয়ায় সংশ্লিষ্ট ভ্যাটের টাকা জমা প্রদান করা যায়নি।

মৌলভীবাজার পৌরসভা ঃ ভ্যাট আদায়ের সার্কুলার না পাওয়ায় ভ্যাট আদায় করা হয়নি। বর্তমানে আদায় করা হচ্ছে।

ফরিদপুর পৌরসভা, ফরিদপুর ঃ আপত্তিকৃত টাকার আংশিক আদায় করা হয়েছে। বাকী টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

মানিকগঞ্জ পৌরসভা ঃ ভ্যাট আদায়ের সার্কুলার না পাওয়ায় ভ্যাট আদায় করা হয়নি।

নড়াইল পৌরসভা ঃ পৌরসভার রাজস্ব আয় কম থাকায় এবং টাকার বিনিময়ে রাস্তা মেরামতের কাজ করায় ভ্যাট কর্তন করা হয়নি।

উপজেলা পরিষদ, গাজীপুর সদর ঃ ইতোপূর্বে নক্সা অনুমোদন বাবদ ভ্যাট প্রদানের বিষয়টি কখনও অডিট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উত্থাপন না করায় বা এ সংশ্লিষ্ট কোন নির্দেশনা না থাকায় ভ্যাট বাবদ টাকা আদায় ও জমাদানের বিষয়টি এ কার্যালয় অবগত ছিলনা।

তাছাড়া জেলা পরিষদ, সিরাজগঞ্জ, সাতক্ষীরা, রংপুর, নীলফামারী পৌরসভা, গফরগাঁও পৌরসভা, দুপচাচিয়া পৌরসভা, উলিপুর পৌরসভা, ঠাকুরগাঁও পৌরসভা, গোয়ালন্দ পৌরসভা, টাঙ্গাইল পৌরসভা, মাদারীপুর পৌরসভা, নোয়াখালি পৌরসভা, গাইবান্ধা পৌরসভা, ময়মনসিংহ পৌরসভা, মাধবদী পৌরসভা এবং চাঁদপুর পৌরসভা হতে অদ্যাবধি ব্রডশীট জবাব পাওয়া যায়নি। আপত্তিকৃত ভ্যাট শীঘ্রই সংশ্লিষ্ট খাতে জমা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে অডিট অফিসকে অবহিত করা হবে বলে তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয়েছিল।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ সরকারি আদেশ মোতাবেক আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক যথাযথ খাতে জমাকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক ছিল। আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি। আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৯/১১/২০১৪ খ্রিঃ এবং ০৯/০৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৪/১২/২০১৪ খ্রিঃ এবং ০১/০৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৭/০৬/২০১৫ খ্রিঃ এবং ২৯/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়।

উল্লেখ্য যে, অনুরুপ অনুচ্ছেদ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় [পৌরসভা, জেলা পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ এবং সিটি কর্পোরেশন (ঢাকা ও চট্টগ্রাম)] এর ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত সিএজি'র বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০০৯-২০১০ এ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে এবং দশম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২৬ তম বৈঠকে আলোচিত হয়েছে। সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত ৬.১.৩: "আপত্তিকৃত অর্থ আগামী ১৫ দিনের মধ্যে আদায় করে নিরীখ কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করতে হবে। নিরীখ যাচাই সাপেক্ষে প্রমাণক সঠিক পাওয়া গেলে আপত্তিটি নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য হবে"।

আরো উল্লেখ্য যে, অনুরুপ অনুচ্ছেদ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ওপর প্রণীত সিএজি'র বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০১৩-২০১৪ এ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।
ভ্যাট বাবদ আদায়কৃত অর্থ যথাসময়ে সরকারি কোষাগারে জমা দিলে ঐ বছরের জন্য সরকারের আদায়কৃত/আদায়যোগ্য/আপত্তিকৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ কম ঋণ গ্রহণ করতে হতো এবং সুদও দেয়ার প্রয়োজন হতো না। কেননা এ যাবৎকাল পর্যন্ত সরকার ঘাটতি বাজেট করে আসছে এবং এ ঘাটতি পূরণের জন্য দেশীয় ব্যাংক/বন্ড হতে ১০% বা ততোধিক হারে সুদে ঋণ গ্রহণ করতে হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত ১,৮২,১৪,৭২৭/- টাকা আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ জবাব নিরীক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

শিরোনাম ঃ **অস্থায়ী হাট-বাজার ইজারালব্ধ অর্থের ২০% অর্থ ৭-ভূমি রাজস্ব খাতে জমা না করায় এবং কম জমা করায় সরকারের ১৫,০৩,০৩৭/- (পনেরো লক্ষ তিন হাজার সাঁইত্রিশ) টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পৌরসভা ও উপজেলা পরিষদের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে হাট-বাজার ইজারার নথি, রেজিষ্টার ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, অস্থায়ী হাট-বাজার ইজারালব্ধ অর্থের ২০% অর্থ ৭-ভূমি রাজস্ব (কোড নং ১-৪৬৩১-০০০০-১২৩১/নতুন কোড নং-১৪৬০৩০১-১২০০০৭৫০০-১৪২৩২৪৮ হাট-বাজার ইজারা) খাতে জমা না করায় ময়মনসিংহ পৌরসভার ৮,৫০,২০০/- টাকা এবং উপজেলা পরিষদ, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার এর ৬,৫২,৮৩৭/- টাকাসহ সর্বমোট ১৫,০৩,০৩৭/- টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট '০৩' (পৃষ্ঠা ৫৯-৬০ দ্রষ্টব্য)]।

অনিয়মের কারণ ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগের ২১/০৯/২০১১ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-৪৬.০৪১.০৩০.০২.০০.০০২.২০১১.৮৭০ এর ১০.২ মোতাবেক যদি ঈদ বা অন্য কোন বিশেষ উপলক্ষে অস্থায়ী হাট-বাজার বা মেলা বসানোর প্রয়োজন পড়ে, তবে সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন জেলা প্রশাসকের পূর্ব অনুমতি গ্রহণ করে প্রচলিত নীতিমালার বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক ইজারা প্রদান করবেন এবং ইজারালব্ধ অর্থের ২০% অর্থ ১-৪৬৩১-০০০০-১২৩১ নতুন কোড নং-১৪৬০৩০১-১২০০০৭৫০০-১৪২৩২৪৮ (হাট-বাজার ইজারা) খাতে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে ইজারার টাকা আদায়ের ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে জমা প্রদান করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি।

ফলাফল ঃ স্থায়ী হাট-বাজার ইজারালব্ধ অর্থের ২০% অর্থ ৭-ভূমি রাজস্ব খাতে জমা না করায় এবং কম জমা করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ ২৯/০৮/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত উপজেলা পরিষদ, কুলাউড়া মৌলভীবাজার ও ময়মনসিংহ পৌরসভা হতে ব্রডশীট জবাব পাওয়া যায়নি। উপজেলা পরিষদ, কুলাউড়া মৌলভীবাজার ও ময়মনসিংহ পৌরসভা হতে আপত্তির তাৎক্ষণিক জবাবে আপত্তিকৃত অর্থ যথাযথ খাতে জমা করে অডিট অফিসকে অবহিত করা হবে বলে জানানো হয়েছিল।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ বিধি মোতাবেক আপত্তিকৃত অর্থ যথাসময়ে যথাযথ খাতে জমাকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক ছিল। আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি। আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২০/১০/২০১৪ খ্রিঃ এবং ০৯/৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২২/০৩/২০১৫ খ্রিঃ এবং ০১/০৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২০/০৮/২০১৫ খ্রিঃ এবং ২৯/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়।

উল্লেখ্য যে, অনুরুপ অনুচ্ছেদ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ অফিসসমূহের ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত সিএজি'র অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে এবং নবম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৯৫তম বৈঠকে আলোচিত হয়েছে।

সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত ৫.১.৪: "(১) যিনি এ অর্থ গ্রহণ করেছিলেন এবং তা সরকারি কোষাগারে জমা দেননি তার নিকট থেকে অনধিক ৩০ দিনের মধ্যে এই অর্থ আদায়

করতে হবে এবং তার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের মাধ্যমে সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিকে অবহিত করতে হবে। (২) নিবন্ধিত হিসাবরক্ষণ ফার্মের নিরীক্ষার Trail balance তৈরীর সময় নিশ্চয়ই এ বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এখন থেকে ঐ প্রতিবেদনকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে"।

আরো উল্লেখ্য যে, অনুরুপ অনুচ্ছেদ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ওপর প্রণীত সিএজি'র বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০১৩-২০১৪ এ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত ১৫,০৩,০৩৭/- টাকা সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায়পূর্বক ভূমি রাজস্ব খাতে জমা করে প্রমাণকসহ জবাব নিরীক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৪

শিরোনাম ঃ **বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে কর্তনকৃত/আদায়কৃত আয়কর যথাসময়ে সরকারি কোষাগারে জমা না করায় দণ্ডসুদসহ সরকারের ৮৩,৩৬,৩৪৩/- (তিরাশি লক্ষ ছত্রিশ হাজার তিনশত তেতাল্লিশ) টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও উপজেলা পরিষদের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বৎসরের হিসাব নিরীক্ষাকালে ক্যাশ বহি, সংশ্লিষ্ট নথি, বিল-ভাউচার ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, পরিশিষ্টে উল্লেখিত আদায়ের উপর আয়কর বাবদ কর্তনকৃত/আদায়কৃত অর্থ ০২টি জেলা পরিষদ ও ৪টি পৌরসভার সর্বমোট ৩৭,৮৯,২৪৭/- টাকা যথাসময়ে সরকারি কোষাগারে জমা না করায় দণ্ডসুদসহ সরকারের ৮৩,৩৬,৩৪৩/- রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "৪" (পৃষ্ঠা ৬১-৬৭ দ্রষ্টব্য)]।

অনিয়মের কারণ ঃ আলোচ্য ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত আদেশের ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয় ঃ

- স্থানীয় সরকার বিভাগের স্মারক নং-৪৬.০৪১.০৩০.০২.০০.০০২.২০১১.৮৭০ তারিখ ঃ ২১/০৯/২০১১ খ্রিঃ এর অনুঃ নং-৪.৮ এর বিধান মোতাবেক খাস আদায়কৃত অর্থের উপর ৫% হারে আয়কর সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের নির্দেশ রয়েছে।
- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা-৫৭ মোতাবেক আয়কর কর্তন/আদায় বা জমাদানের বিলম্বের ক্ষেত্রে মাসিক ২% হারে করের অতিরিক্ত অর্থ আদায়যোগ্য। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি।

ফলাফল ঃ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে কর্তনকৃত/আদায়কৃত আয়কর যথাসময়ে সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ ২৯/০৮/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত জেলা পরিষদ, চট্টগ্রাম, জেলা পরিষদ সিরাজগঞ্জ, জেলা পরিষদ রংপুর, শ্রীবরদী পৌরসভা, কুমারখালী পৌরসভা, পাবনা পৌরসভা, পটিয়া পৌরসভা, চাঁদপুর পৌরসভা এবং উপজেলা পরিষদ, বরুড়া, কুমিল্লা হতে ব্রডশীট জবাব পাওয়া যায়নি। প্রাথমিক জবাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ জানায় যে, আপত্তিকৃত অর্থ শীঘ্রই সংশ্লিষ্ট খাতে জমা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে অডিট অফিসকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ বিধি মোতাবেক আপত্তিকৃত অর্থ যথাসময়ে যথাযথ খাতে জমাকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক ছিল। আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০১/১২/২০১৪ খ্রিঃ এবং ১৪/৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৪/১২/২০১৪ খ্রিঃ এবং ১৪/১০/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৭/০৬/২০১৫ খ্রিঃ এবং ২৯/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়।

আদায়কৃত আয়কর বাবদ ৪৫,৪৭,০৯৬/-টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় তা যেদিন জমা করা হবে সেদিন পর্যন্ত সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে মাসিক ২% হারে দণ্ডসুদ আদায় করে অনাদায়ী আয়কর আদায়সহ সরকারি কোষাগারে জমাযোগ্য। আদায়কৃত আয়কর জুন/২০১৯ এর মধ্যে জমা না করা হলে যেদিন জমা হবে সেদিন পর্যন্ত দণ্ডসুদ হিসাব করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, অনুরুপ অনুচ্ছেদ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ওপর প্রণীত সিএজি'র বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০০২-২০০৩ এ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে এবং নবম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৫০ তম বৈঠকে আলোচিত হয়েছে। সরকারি হিসাব

সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত ৫.১.৫ ঃ "(১) সংশ্লিষ্ট আপত্তির সমুদয় অর্থ আদায় করে অনধিক ষাট দিনের মধ্যে প্রমানক দাখিলপূর্বক মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের মাধ্যমে সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিকে অবহিত করবে। (২) যে সব প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ আদায় করা হয়েছে আদায়ের প্রমানক হিসেবে সিটিআর আগামী সাত দিনের মধ্যে মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ করতে হবে। (৩) আপত্তিকৃত অর্থ জমাদানের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট থেকে ব্যাখ্যা তলব এবং অনাদায়ের দায়-দায়িত্ব নিরূপন করে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৪) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক ইচ্ছাকৃত ভ্যাট, আয়কর বা রাজস্ব ফাঁকির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আইন বা দন্ড বিধির আওতায় মামলা দায়েরের জন্য সংশ্লিষ্ট ট্যাক্স অফিসে প্রেরণ করতে হবে। (৫) ভ্যাট, আয়কর বা রাজস্ব সম্পর্কিত অডিট আপত্তির অনুলিপি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অডিটের পক্ষ থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যানের বরাবরে পাঠাতে হবে"।

আরো উল্লেখ্য যে, অনুরুপ অনুচ্ছেদ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ওপর প্রণীত সিএজি'র বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০১৩-২০১৪ এ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

আয়কর বাবদ আদায়কৃত অর্থ যথাসময়ে সরকারি কোষাগারে জমা দিলে ঐ বছরের জন্য সরকারের আদায়কৃত/আদায়যোগ্য/আপত্তিকৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ কম ঋণ গ্রহণ করতে হতো এবং সুদও দেয়ার প্রয়োজন হতনা। কেননা এ যাবৎকাল পর্যন্ত সরকার ঘাটতি বাজেট করে আসছে এবং এ ঘাটতি পূরণের জন্য দেশীয় ব্যাংক/বন্ড হতে ১০% বা ততোধিক হারে সুদে ঋণ গ্রহণ করতে হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ দণ্ডসুদসহ আপত্তিকৃত ৮৩,৩৬,৩৪৩/- টাকা আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ জবাব নিরীক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৫

শিরোনাম ঃ **বিভিন্ন ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে নির্ধারিত হারে আয়কর আদায় না করায় সরকারের ৪৪,৭৭,৬১৬/- (চুয়াল্লিশ লক্ষ সাতাত্তর হাজার ছয়শত ষোল) টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পৌরসভা, উপজেলা ও জেলা পরিষদের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে ইজারা ও খাস সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, খাস আদায়, খেয়াঘাট, ফেরীঘাট, পুকুর, জলমহাল ও হাট বাজার ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে ৫% হারে আয়কর আদায় না করায় (২ টি জেলা পরিষদ, ১টি উপজেলা পরিষদ ও ৫টি পৌরসভা) সর্বমোট ৪৪,৭৭,৬১৬/- টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট '০৫' (পৃষ্ঠা ৬৮-৮০ দ্রষ্টব্য)]।

অনিয়মের কারণ ঃ আলোচ্য ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিধির ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয় ঃ

- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ ধারা ৫৩(এ) এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি-১৭(বি) মোতাবেক স্থান ও স্থাপনা ভাড়ার উপর ৫% হারে আয়কর কর্তন যোগ্য।
- স্থানীয় সরকার বিভাগের স্মারক নং ৪৬.০৪১.০৩০.০২.০০.০০২.২০১১.৮৭০ তারিখ ঃ ২১/০৯/২০১১ খ্রিঃ এর অনুঃ নং-৩.৪ এর বিধান এবং আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ ধারা ৫৩(এ) মোতাবেক দোকান সেলামী মূল্যের উপর ৫% হারে আয়কর কর্তনযোগ্য।

ফলাফল ঃ বিভিন্ন ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে নির্ধারিত হারে আয়কর আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ ২৯/০৮/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত অডিটি প্রতিষ্ঠানসমূহের সর্বশেষ জবাব পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অডিটি প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্ন লিখিত জবাব প্রদান করেছে ঃ

জেলা পরিষদ, ঢাকা ঃ স্মারক নং-জেপঢা/প্রঃউঃ-৯/অডিট-৮/২০১৫/২৬৫৩ তারিখ ঃ ১৫/০৩/২০১৬ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জানানো হয় যে, আলাদা আলাদা ভ্যাট কর্তন না করে ৫.৫% হারে ভ্যাট কর্তন করা হয়েছে।

ফরিদপুর পৌরসভা, ফরিদপুর ঃ স্মারক নং-ফঃপৌঃ/হিসাব/অডিট/১৩-১৪/১৩৩২ তারিখ ঃ ১০/১২/ ২০১৪ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জানানো হয় যে, আপত্তিকৃত ৬,২০,০১০/- টাকার মধ্যে ৫২,০০০/- টাকা চালানের মাধ্যমে জমা করা হয়েছে। অবশিষ্ট টাকা আদায়ের জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

তাছাড়া জেলা পরিষদ, সিরাজগঞ্জ, উপজেলা পরিষদ, বরুড়া, কুমিল্লা, গফরগাঁও পৌরসভা, গোয়ালন্দ পৌরসভা, মাদারীপুর পৌরসভা এবং ময়মনসিংহ পৌরসভা হতে অদ্যাবধি কোন ব্রডশীট জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি। কারণ সরকারি আদেশ মোতাবেক আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক যথাযথ খাতে জমাকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক ছিল। আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি। আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২০/১০/২০১৪ খ্রিঃ এবং ২৮/০৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৭/০৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৯/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়।

উল্লেখ্য যে, অনুরূপ অনুচ্ছেদ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ অফিসসমূহের ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত সিএজি'র অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে এবং নবম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৯৫তম বৈঠকে আলোচিত হয়েছে। সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত ৫.১.৩: "(১) অনাদায়কৃত অর্থ অনধিক ৩০ দিনের মধ্যে আদায় করে মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের মাধ্যমে সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিকে অবহিত করতে হবে। (২) অবশিষ্ট ৯০% খরচের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন দলকে দৈবচয়নের মাধ্যমে যাচাই করাতে হবে এবং এ সংক্রান্ত একটি অনুজ্ঞাপত্র মন্ত্রণালয়কে জারি করতে হবে। (৩) আয়কর কম কর্তন করা সম্পর্কিত বিষয়গুলো এখন থেকে নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অবহিত করতে হবে"।

আয়কর বাবদ আদায়কৃত অর্থ যথাসময়ে সরকারি কোষাগারে জমা দিলে ঐ বছরের জন্য সরকারের আদায়কৃত/আদায়যোগ্য/আপত্তিকৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ কম ঋণ গ্রহণ করতে হতো এবং সুদও দেয়ার প্রয়োজন হতনা। কেননা এযাবৎকাল পর্যন্ত সরকার ঘাটতি বাজেট করে আসছে এবং এ ঘাটতি পূরণের জন্য দেশীয় ব্যাংক/বন্ড হতে ১০% বা ততোধিক হারে সুদে ঋণ গ্রহণ করতে হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত ৪৪,৭৭,৬১৬/- টাকা আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ জবাব নিরীক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৬

শিরোনাম ঃ **ইজারাদার এবং ভাড়াটিয়ার নিকট হতে ভাড়া বাবদ ২০,১৩,৪২০/- (বিশ লক্ষ তেরো হাজার চারশত বিশ) টাকা অনাদায় থাকায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি ।**

বিবরণ ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পৌরসভা, উপজেলা ও জেলা পরিষদের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে ইজারা সংক্রান্ত নথিপত্র, বিভিন্ন প্রকার ভাড়া যেমন- দোকান, যাত্রীছাউনী, অফিস স্পেস ইত্যাদির রেজিষ্টার ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, টেম্পু পার্কিং স্ট্যান্ড, পুকুর, গণ-শৌচাগার, হাট-বাজার ইজারাদার ও বিভিন্ন ভাড়াটিয়ার নিকট ভাড়া বাবদ অনাদায়ী থাকায় জেলা পরিষদ, রাজবাড়ী, পটিয়া পৌরসভা, চট্টগ্রাম ও উপজেলা পরিষদ, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও সর্বমোট ২০,১৩,৪২০/- টাকা সংস্থার আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট '০৬' (পৃষ্ঠা ৮১-৮৩ দ্রষ্টব্য)]।

অনিয়মের কারণ ঃ আলোচ্য ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নীতিমালা ও আদেশের ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয় ঃ

- স্থানীয় সরকার বিভাগের ০৭/০২/২০০৮ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-প্রজেই-২/হ-৫/২০০৮/১১৬/১(৫৫০০) এর অনুঃ ৩(ঝ) এবং একই মন্ত্রণালয়ের ২১/০৯/২০১১ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-৪৬.০৪১.০৩০.০২.০০.০০২.২০১১.৮৭০ এর অনুঃ ৩.৪ মোতাবেক ইজারা প্রদানের ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে ইজারার সমুদয় অর্থ আদায় করার বিধান রয়েছে।
- হস্তান্তরিত ফেরীঘাটের ইজারা ও ব্যবস্থাপনা এবং উদ্ভুত আয়বন্টন সম্পর্কিত নীতিমালা, ২০০৩ [স্মারক নং- প্রজেই-২/ফ-১/২০০৩/২৬২(৫২৭২) তারিখ ঃ ১৯/০৪/২০০৩ খ্রিঃ] ছ(৩) অনুযায়ী দরপত্র গৃহীত হওয়ার পরবর্তী ০৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে সমুদয় অর্থ একসাথে পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় জামানতস্বরূপ জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত হবে এবং দরপত্র বাতিল করে পুনরায় যথাশীঘ্র দরপত্র আহবান করার নির্দেশনা রয়েছে।

ফলাফল ঃ ইজারাদার এবং ভাড়াটিয়ার নিকট হতে ভাড়া বাবদ অনাদায় থাকায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ ২৯/০৮/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত অডিটি প্রতিষ্ঠানসমূহের সর্বশেষ জবাব পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অডিটি প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্ন লিখিত জবাব প্রদান করেছে ঃ

জেলা পরিষদ, রাজবাড়ী ঃ স্মারক নং-৪৬.০৪৯.০০.০২.০২.০০.০০১.২০১১/১৫ তারিখ ঃ ৩১/০১/২০১৬ খ্রিঃ এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ত্রিপক্ষীয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
পটিয়া পৌরসভা, চট্টগ্রাম এবং উপজেলা পরিষদ, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও হতে অদ্যাবধি ব্রডশীট জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ বিধি মোতাবেক আপত্তিকৃত অর্থ যথাসময়ে আদায় ও সংস্থার তহবিলে জমা করা আবশ্যক ছিল। আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি। আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ১৮/১১/২০১৪ খ্রিঃ এবং ১১/০৩/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১০/০৫/২০১৫ খ্রিঃ এবং ০৯/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৯/০৮/২০১৫ খ্রিঃ এবং ২৪/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত ২০,১৩,৪২০/- টাকা সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায়পূর্বক সংস্থার তহবিলে জমা করে প্রমাণকসহ জবাব নিরীক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৭

শিরোনাম ঃ **হাট-বাজার ইজারালব্ধ অর্থের ৪% হিসাবে ৩০,৩৩,৭২৬/- (ত্রিশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার সাতশত ছাব্বিশ) টাকা মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ তহবিলে জমা করা হয়নি।**

বিবরণ ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পৌরসভা ও উপজেলা পরিষদের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে হাট-বাজার ইজারা সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, হাট-বাজার ইজারালব্ধ অর্থের ৪% বাবদ ০৫টি পৌরসভা এবং ০১টি উপজেলা পরিষদের সর্বমোট ৩০,৩৩,৭২৬/- টাকা মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ তহবিলে জমা করার বিধান থাকলেও তা জমা করা হয়নি।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট '০৭' (পৃষ্ঠা ৮৪-৮৭ দ্রষ্টব্য)]।

অনিয়মের কারণ ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগের ২১/০৯/২০১১ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-৪৬.০৪১.০৩০.০২.০০.০০২. ২০১১.৮৭০ এর মাধ্যমে জারিকৃত সরকারি হাট-বাজারসমূহের ব্যবস্থাপনা, ইজারা পদ্ধতি এবং উহা হইতে প্রাপ্ত আয় বন্টন সম্পর্কিত নীতিমালা এর অনুচ্ছেদ ৯.৩.৩ মোতাবেক হাট-বাজার ইজারালব্ধ অর্থের ৪% অর্থ মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে ব্যয়ের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিচালনাধীন ব্যাংক একাউন্টে (সঞ্চয়ী হিসাব নং-১২১০০৩৯৯৭৭২, সোনালী ব্যাংক রমনা কর্পোরেট শাখা, ঢাকায়) ইজারার টাকা জমা হওয়ার ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে জমা প্রদান করতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি।

ফলাফল ঃ হাট-বাজার ইজারালব্ধ অর্থের ৪% হিসাবে টাকা মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ তহবিলে জমা না করায় সরকারি নির্দেশ লংঘন করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ ২৯/০৮/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ফরিদপুর পৌরসভা, ফরিদপুর, গোয়ালন্দ পৌরসভা, শ্রীবরদী পৌরসভা, শেরপুর, ত্রিশাল পৌরসভা, ময়মনসিংহ, পটিয়া পৌরসভা, চট্টগ্রাম এবং উপজেলা পরিষদ, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার হতে ব্রডশীট জবাব পাওয়া যায়নি। অডিটি প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক জবাবে আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানানো হয়েছিল।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ বিধি মোতাবেক আপত্তিকৃত অর্থ যথাসময়ে যথাযথ খাতে জমাকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক ছিল। আপত্তিকৃত অর্থ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ তহবিলে জমা করার কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি। আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২০/১০/২০১৪ খ্রিঃ এবং ০১/০৩/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২০/০৩/২০১৫ খ্রিঃ এবং ১৬/০৪/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৯/০৮/২০১৫ খ্রিঃ এবং ২৮/১০/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারি করা হলেও কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য যে, অনুরূপ অনুচ্ছেদ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় [পৌরসভা, জেলা ও উপজেলা পরিষদ এবং সিটি কর্পোরেশন (ঢাকা ও চট্টগ্রাম)] এর ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত সিএজি'র বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০০৯-২০১০ এ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত ৩০,৩৩,৭২৬/- টাকা সংশ্লিষ্ট খাতে জমা প্রদানপূর্বক প্রমাণকসহ জবাব নিরীক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৮

শিরোনাম ঃ **পরিশোধিত বিল হতে নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে ভ্যাট কর্তন করায় সরকারের ৮,২৩,৪৭০/- (আট লক্ষ তেইশ হাজার চারশত সত্তর) টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জেলা পরিষদ ও পৌরসভার ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের নথিপত্র, ক্যাশ বই, বিল-ভাউচার ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, জেলা পরিষদ, ঢাকা ও জেলা পরিষদ, সিরাজগঞ্জ এবং শ্রীবরদী পৌরসভার পরিশোধিত বিভিন্ন বিল হতে নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে ভ্যাট কর্তন করায় সর্বমোট ৮,২৩,৪৭০/- টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

[বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট -"৮" (পৃষ্ঠা ৮৮-৮৯ দ্রষ্টব্য)]।

অনিয়মের কারণ ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস,আর,ও নং-১৮২-আইন/২০১২/৬৪০-মূসক তারিখ ঃ ০৭/০৬/২০১২ খ্রিঃ অনুযায়ী সেবার কোড এস ০২৪.০০ মোতাবেক আসবাবপত্রের ক্ষেত্রে ১০% হারে এবং সাধারণ আদেশ নং-৯/মূসক/২০১১ তারিখ ঃ ১২/১০/২০১১ খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ ৩ এ বর্ণিত সেবার কোড নং-এস ০০৪.০০ অনুযায়ী নির্মাণ সংস্থার ক্ষেত্রে ৫.৫% হারে ভ্যাট কর্তন না করে কম হারে কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

ফলাফল ঃ পরিশোধিত বিল হতে নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে ভ্যাট কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ ২৯/০৮/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত অডিটি প্রতিষ্ঠানসমূহের সর্বশেষ জবাব পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অডিটি প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্ন লিখিত জবাব প্রদান করেছে ঃ

জেলা পরিষদ, ঢাকা ঃ স্মারক নং-জেপঢা/প্রঃউঃ-৯/অডিট-৮/২০১৫/২৬৫৩ তারিখ ঃ ১৫/০৩/২০১৬ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জানানো হয় যে, আলাদা আলাদা ভ্যাট কর্তন না করে ৫.৫% হারে ভ্যাট কর্তন করা হয়েছে।

জেলা পরিষদ, সিরাজগঞ্জ ও শ্রীবরদী পৌরসভা, শেরপুর কার্যালয় হতে অদ্যাবধি ব্রডশীট জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ সরকারি আদেশ মোতাবেক ভ্যাট বাবদ আপত্তিকৃত অর্থ যথা সময়ে আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক ছিল। আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের কোন তথ্য প্রমাণক পাওয়া যায়নি। আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৩/১১/২০১৪ খ্রিঃ এবং ০৩/০২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ৩১/১২/২০১৪ খ্রিঃ এবং ০৫/০৪/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৭/০৬/২০১৫ খ্রিঃ এবং ২০/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়।

উল্লেখ্য যে, অনুরুপ অনুচ্ছেদ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ওপর প্রণীত সিএজি'র বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০১৩-২০১৪ এ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

ভ্যাট বাবদ আদায়কৃত অর্থ যথাসময়ে সরকারি কোষাগারে জমা দিলে ঐ বছরের জন্য সরকারের আদায়কৃত/আদায়যোগ্য/আপত্তিকৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ কম ঋণ গ্রহণ করতে হতো এবং সুদও দেয়ার প্রয়োজন হতনা। কেননা এ যাবৎকাল পর্যন্ত সরকার ঘাটতি বাজেট করে আসছে এবং এ ঘাটতি পূরণের জন্য দেশীয় ব্যাংক/বন্ড হতে ১০% বা ততোধিক হারে সুদে ঋণ গ্রহণ করতে হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ৮,২৩,৪৭০/- টাকা সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ জবাব নিরীক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৯

শিরোনাম ঃ **চেক জালিয়াতি/ভুয়া চালানের মাধ্যমে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ ৪৪,৩২,২১১/- (চুয়াল্লিশ লক্ষ বত্রিশ হাজার দুইশত এগারো) টাকা।**

বিবরণ ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন উপজেলা পরিষদ, বেগমগঞ্জ কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, ইউনিয়ন পরিষদের চেক জালিয়াতির মাধ্যমে ১৪,০০,০০০/-টাকা এবং ভুয়া চালানের মাধ্যমে ৩০,৩২,২২১/-টাকাসহ সর্বমোট ৪৪,৩২,২১১/- টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ ঃ উপজেলা পরিষদ বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী কার্যালয়ের ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার ও কর্মচারীদের সরকারি অংশের বেতন ভাতা প্রদানের জন্য সংরক্ষিত ক্যাশ বই, চেক বই, চেকের মুড়ি, ব্যাংক স্টেটমেন্ট ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র যাচাই কালে দেখা যায় যে, জনাব হারুন রশিদ মেম্বার এর সম্মানী বিল প্রদানের জন্য উত্তরা ব্যাংক লিঃ, বেগমগঞ্জ শাখার চলতি হিসাব নং ঃ ০৬৫৩-১২০০০২১৪১৪ থেকে চেক নং ১১০৯০০৭ তারিখ ঃ ০২/১০/২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ২৮৫০/- টাকার চেক ইস্যু করা হয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বিবরণীতে দেখা যায় যে, উক্ত চেকের মাধ্যমে জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম, অফিস সহকারী কর্তৃক ৮,০২,৮৫০/- টাকা (২৮৫০ টাকার অংকের শুরুতে ৮০ যুক্ত করে) উত্তোলন করা হয়েছে। ফলে (৮,০২,৮৫০-২৮৫০)= ৮,০০,০০০/- টাকা অতিরিক্ত উত্তোলন করা হয়েছে। অনুরুপভাবে উপরে বর্ণিত একই হিসাবের চেক নম্বর ১১০৯০১৩ তারিখ ঃ ২৯/৪/২০১৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ১০ নং নরোত্তমপুর ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম পুলিশ মিলন মিয়ার নামে এবং দূর্গাপুর ইউনিয়ন পরিষদের জনাব সাইফুল ইসলাম এর বেতন ভাতা বাবদ ১৫,২০০/- টাকার স্থলে ৬,১৫,২০০/- টাকা (১৫,২০০ টাকার অংকে শুরুতে ৬ যুক্ত করে) উপরে বর্ণিত জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম অফিস সহকারী কর্তৃক উত্তোলন করা হয়েছে। ফলে (৬,১৫,২০০-১৫,২০০) = ৬,০০,০০০/- টাকা অতিরিক্ত উত্তোলন করা হয়েছে। অর্থাৎ চেক জালিয়াতির মাধ্যমে মোট (৮,০০,০০০+৬,০০,০০০) = ১৪,০০,০০০/- টাকা অতিরিক্ত উত্তোলন করা হয়েছে।

জল মহাল/পুকুরের ইজারা মূল্য ও সরকারি রাজস্ব আদায় করে ২০১২ খ্রিঃ সনে ৩৬ টি চালানের মাধ্যমে ৩০,৩২,২১১/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেখানো হয়। ৩৬টি ট্রেজারী চালানের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য বেগমগঞ্জ উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তাকে অনুরোধ করা হলে বেগমগঞ্জ উপজেলার হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা একটি যাচাই প্রতিবেদন নিরীক্ষায় পেশ করেন। উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিসের উক্ত প্রতিবেদনে দেখা যায় ৩৬টি ট্রেজারী চালানই ভুয়া। উক্ত ৩৬টি চালানের মাধ্যমে জমা দেখানো ৩০,৩২,২২১/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি।

এমতাবস্থায় চেকের ১৪,০০,০০০/- টাকাসহ মোট (৩০,৩২,২১১ + ১৪,০০,০০০) = ৪৪,৩২,২১১/- টাকা সরকারের ক্ষতি সাধিত হয়েছে ।

ফলাফল ঃ চেক জালিয়াতি/ভুয়া চালানের মাধ্যমে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ সংশ্লিষ্ট কর্মচারী/দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে আপত্তিকৃত টাকা আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করতঃ প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব মোতাবেক কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ১৫/০১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। অতঃপর ২১/১০/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৮/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর একটি আধা-সরকারি পত্র প্রদান করা হলেও ২৯/০৮/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ চেক জালিয়াতির সাথে জড়িত জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম, অফিস সহকারী এর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করাসহ আপত্তিকৃত ১৪,০০,০০০/- টাকা আদায় এবং ভুয়া চালানে জমা দেখিয়ে আত্মসাৎকৃত ৩০,৩২,২২১/- টাকাসহ সর্বমোট ৪৪,৩২,২১১/- সরকারি কোষাগারে জমাপূর্বক প্রমাণকসহ জবাব নিরীক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা আবশ্যক।

১২.৮.২০২০

(আবুল কালাম আজাদ)
মহাপরিচালক
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর।